সমকাল

তারিখ 08. MAR. 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

প্রাথমিকে উপবৃত্তি পাবে সোয়া কোটি শিক্ষার্থী

■ খান এ মামুন

দুই মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি আট মাসেরও বেশি সময় ধরে আটকে থাকার পর তা আবার চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এবার রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক হিসাবে এর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় এক কোটি ৩০ লাখ। এতে ঝরে পড়ার হার কমে যাবে বলে মনে করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আওতা বাড়ানো হলেও অর্থের পরিমাণ না বাড়ায় এ উদ্যোগ খুব বেশি কাজে আসবে না। বিদ্যালয়ে শিশুদের ঝরে পড়া কমাতে প্রাথমিকে শিক্ষা উপবৃত্তি (তৃতীয় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটির

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ১

প্রাথমিকে উপবৃত্তি পাবে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

আওতায় দরিদ্র শিশুদের মাসে ১০০ টাকা করে এ উপবৃত্তি দেওয়া হবে। এতে ব্যয় হবে তিন হাজার ৬৭ কোটি টাকা। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এক কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীকে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে। একই পরিবারের তিনজন থাকলে দেওয়া হবে ২৫০ টাকা। সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থের সংস্থান মেটানো হবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা।

দরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি বাড়ানো ও ঝরে পড়া কমাতে ২০০২ সাল থেকে এ উপবৃত্তি চালু করে সরকার। দুই দফায় প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়। পরিকল্পনা কমিশন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতবিরোধের কারণে প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্প অনুমোদন আটকে যায়। তবে সম্প্রতি সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) বৈঠকে এটি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগের এক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পটি অনুমোদন না হওয়ার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কোনো দায় নেই। প্রকল্পে অনেক অসঙ্গতি ছিল। ত্রুটিগুলো দ্রুত সংশোধনের জন্য অনুরোধ করা হলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা কাজে দেরি করেছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব হুমায়ুন খালিদ সমকালকে বলেন, প্রাথমিকের কোনো শিশু ঝরে না পড়ে সেজন্য সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে প্রায় দেড় কোটি শিশু প্রতি মাসে উপবৃত্তির অর্থ পাবে; যা শিক্ষার্থীরা শিক্ষা উপকরণ কেনাসহ বিভিন্ন কাজে ব্যয় করতে পারবে।

তবে অর্থের পরিমাণ আরও বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। তিনি সমকালকে বলেন, এক যুগ আগে ১০০ টাকা হারে উপবৃত্তি দেওয়া শুরু হয়। মূল্যস্ফীতিসহ সার্বিক দিক বিশ্লেষণ করে সরকারের দেওয়া উপবৃত্তির মূল্যমান অনেক কমেছে। বর্তমানে শিক্ষা উপকরণের মূল্য বেড়েছে বহুগুণ। অভিভাবকদেরও খরচ বেড়েছে। এসব দিক বিবেচনা না করে আগের মতো ১০০ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে, যা খুব বেশি কাজে আসছে না। তিনি বলেন, মানব সম্পদে বিনিয়োগে রিটার্ন অনেক বেশি। এজন্য উপবৃত্তি অর্থ বাড়ালে ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশি।

প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ের মেয়াদ শেষ হয় গত বছরের জুনে। আগের সাফল্য দেখে তৃতীয় পর্যায়ে উপবৃত্তির পরিধি আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রণালয়। পর্যায়ক্রমে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বৃত্তিভোগীর সংখ্যা ৫০ লাখ বাড়ানো হবে। বড় শহরগুলোর বাইরে পল্লী এলাকার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা আসবে এর আওতায়। সে হিসাবে ১ কোটি ৩০ লাখ শিশু উপবৃত্তি পাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭৮ লাখ শিশু এ বৃত্তি পেয়েছে। ২০০২ সালে শুরুতে স্বল্প পরিসরে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।